পুস্তক সমালোচনা

দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স

লেখক ঃ উইলিয়াম হান্টার

১.০. ভূমিকা ঃ

উইলিয়াম হান্টার বিরচিত এবং আব্দুল মওদুদ অনুদিত "দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স" পুস্তকটি বাংলা একাডেমী কর্তৃক বাংলা ১৩৭০ সালে প্রকাশিত। দু'শত ষোল পৃষ্ঠার এই বইখানির প্রচ্ছদ এঁকেছেন কাইয়ুম চৌধুরী; মুদ্রাকর ছিলেন পূর্ববঙ্গ প্রেসের মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ। প্রথম সংস্করণে বইটির মূল্য নির্ধারণ করা হয় পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র। মূল গ্রন্থটি ১৮৭১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭৬ সালে শেষ মুদ্রিত হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে অনুবাদকের প্রচেষ্টায় বইটি "দি কমরেড পাবলিশার্স" কর্তৃক পুনঃমুদ্রিত হয়।

১.১. পুস্তকটির মূল্য বক্তব্য ঃ

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীতে বৃটিশ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে অসন্তোষ দানা বেধে উঠেছিল তার কারণ মূলতঃ তৎকালীন মুসলমানদের মূল্যবোধ, ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং তাদের অর্থনৈতিক আচরণের প্রকৃতি অনুধাবনে শাসক গোষ্ঠীর ব্যর্থতা। জাতি হিসেবে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হয়েও নানা দিক বিচারে তারা ছিল

জনাব কাজী হাসান ইমাম দ্বাদশ বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের একজন অংশগ্রহণকারী। উক্ত পাঠ্যক্রমের মৌখিক উপস্থাপনা কার্যক্রমের পরিপূরক হিসাবে তিনি এই সমালোচনামূলক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একজন অনুষদ সদস্য। প্রতিবেদনটিতে বিপিএটিসি প্রদত্ত মউক–অবকাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি সাধারণ পাঠক ছাড়াও বুনিয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে আশা করা যায়।

সর্বাধিক অবহেলিত। পাশাপাশি বৃটিশ ভারতীয়দের জন্য প্রদত্ত প্রায় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ছিল হিন্দুদের প্রতি প্রসারিত। শাসন ব্যবস্থার এই বৈষম্যমূলক নীতির আশু পরিবর্তন ব্যতীত ভারতে বৃটিশ শাসনের সংকটকাল কাটিয়ে ওঠা আদৌ সম্ভব নয়– এটাই ছিল মূলতঃ বইটির মূল বক্তব্য।

১·২· গৃহীত অনুকল্পসমূহঃ

লেখক বইটির কোথাও সরাসরিভাবে কোন অনুকল্পের উল্লেখ করেননি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আর্থিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত অনুকল্পগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছেঃ

১· ভারতে বৃটিশ শক্তির সবচেয়ে দূরতিক্রম্য বিপদ হচ্ছে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান।

২· বৃটিশ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান অসন্তোষের জন্য শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অদূর দর্শীতাই মূলতঃ দায়ী;

৩· একটি জাতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ ব্যতীত তাদের উপর কোন দীর্ঘস্থায়ী শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী করা যায় না।

পুস্তকটিতে আলোচিত বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে লেখক ভারতে বৃটিশ কৃতকর্মের যৌক্তিকতার ভিত্তি নির্মাণে প্রয়াস পেয়েছেন এবং সামগ্রিক আলোচনায় উল্লিখিত অনুকল্পসমূহের প্রমাণ দিয়েছেন।

১·৩· অনুকল্পের ভিত্তি ও প্রেক্ষাপটঃ

তৎকালে ভারতে বৃটিশ বুদ্ধিজীবিদের অন্যতম স্যার হান্টার একদিকে শাসক হিসেবে এবং অন্যদিকে একজন বুদ্ধিজীবি হিসেবে দীর্ঘকাল এ দেশের মানুষকে দেখার এবং উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মুলতঃ তাঁর বুদ্ধিজীবি মনের উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই ছিল এই অনুকল্প গ্রহণের ভিত্তি। এছাড়া তৎকালীন নানা বিতর্কের ঝড় ও তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী এগুলো নিরূপণে সহায়তা করেছে।

১·৪· প্রকাশনাটির গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিতাঃ

"দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্স" ভারতে বৃটিশ শাসনের ওপর গবেষণালব্ধ একটি ঐতিহাসিক দলিল। মুলতঃ বৃটিশ–ভারতীয় মুসলমানদের নিয়ে লেখা হলেও বিশ্লেষণধর্মী এই গবেষণাটি প্রচ্ছন্নভাবে এদেশের তদানিন্তন কায়েমী শাসক গোষ্ঠীর দুষ্ট চরিত্রের ক্ষতকে উন্মোচিত করে। সৈয়দ আলী আহ্সানের মতে " ---- দীর্ঘ দেড় শতাব্দী ধরে সাধারণভাবে মুসলমানদের ওপর এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালী মুসলমানদের ওপর ইংরেজ

সরকার যে সুপরিকল্পিত নিপীড়ন চালান তার আংশিক স্বীকৃতি রয়েছে — এ পুস্তকটিতে। —" এ সমস্ত দিক বিচারে গ্রন্থটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অন্ততঃ এদেশবাসীর জন্য অপরিসীম। বন্ধু হড্‌সনকে লিখিত উৎসর্গমূলক পত্রে লেখকের নিজের স্বীকারোক্তিতেও বইটির গুরুত্বের কথা সমোচ্চারিত– " — সরকারের পর সরকার কর্তৃক ভারত সম্রাজ্যের একটা স্থায়ী বিপদ হিসাবে উল্লিখিত একটি ক্রমাগত সংগ্রামরত জনশ্রেণীর বিগত ইতিহাস ও বর্তমান চাহিদাগুলি আমি এই কয়েক পৃষ্ঠায় পরিস্কারভাবে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি।" অনুবাদকের ভূমিকাতেও বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা প্রতিধ্বনিত হয়– "ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে গ্রন্থখানির মর্যাদা অনেক —।" আর প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে বলা যায়, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে এদেশীয় মুসলমানদের অগ্রণী ভূমিকার কথা তো সর্বজন বিদিত এবং এই আন্দোলন যে বৃটিশ শাসনের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তারও প্রমাণ মেলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলে। বড়লাট লর্ড মেয়ো (জানুয়ারী ১৮৬৯–১৭৭২) ভারতীয় মুসলমানদের এই অব্যাহত অসন্তোষ ও অসহযোগিতামূলক মনোভাবের কারণ ও প্রতিকারের উপায় নির্ণয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন সিভিলিয়ান হান্টারের ওপর। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর স্যার হান্টার যে রিপোর্টটি প্রণয়ন করেন "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স" গ্রন্থটি তারই মুদ্রিত রূপ (অনুবাদকের ভূমিকা ও সৈয়দ আলী আহসানের প্রসঙ্গ কথা থেকে রচয়িত)।

১·৫· গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ ও তার বৈজ্ঞানিক যথার্থতা

আলোচ্য পুস্তকটি মূলতঃ একটা এ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ষ্টাডি বা অনুসন্ধানমূলক গবেষণার ফসল। গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনার ক্ষেত্রে লেখক বিভিন্ন ভূতপূর্ব ও সমসাময়িক কালের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও ঐতিহাসিক দলিলপত্র এবং সংবাদপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সিভিলিয়ান হিসাবে তাঁর এদেশের সমাজ জীবন সম্পর্কিত দীর্ঘ দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতাও এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, তার অনুসৃত অনুসন্ধান পদ্ধতিসমূহ যথার্থ বিজ্ঞানভিত্তিক।

১·৬· পদ্ধতি অনুসরণের ব্যক্তিগত, সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক পক্ষপাতিত্ব

পদ্ধতি অনুসরণে লেখকের বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব দৃষ্টিগোচর না হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীগত পক্ষপাতদুষ্টতা বইটির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। সমকালীন ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত জ্বলে ওঠা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের দাবানলকে তিনি দেশোদ্রোহিতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমনই দেশোদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধীদের অন্যতম একজন ছিলেন সৈয়দ আহমদ যাঁর সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। হান্টারের ভাষায় " — ১৮৮২ সালে তিনি মক্কায় হজ্ব করতে যান এবং এভাবে তাঁর পূর্বতন দস্যু বৃত্তিকে হাজীর পবিত্র আলখেল্লায় বেমালুম ঢাকা দিয়ে তিনি পরবর্তী অক্টোবর মাসে

বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন। সেখানেও ধর্ম প্রচারক হিসাবে তাঁর ভূমিকা কলকাতার মতই সাফল্যমণ্ডিত হলো; ----।" অথচ, কুটচক্রের জাল বিস্তারের মধ্য দিয়ে এদেশের ক্ষমতা দখল 'বৃটিশ পরশক্তিকে বিজয়ের গৌরবে মহিমান্বিত করেছিল' আর এদশেবাসী কর্তৃক বৃটিশ অত্যাচারের প্রতিবাদ মানেই দেশোদ্রোহিতা ---- এমনই ছিল হান্টারের দৃষ্টিভঙ্গী।

১·৭· *অনুকল্পের সাথে অনুসৃত পদ্ধতির সামঞ্জস্যতাঃ*

স্যার হান্টারের কাজ ছিল একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণে এদেশের মুসলমানদের চরিত্রকে চিত্রায়িত করা। অনুসৃত অনুকল্পের ভিত্তি ছিল ভারতে বৃটিশ শাসনের ঘাঁটি মজবুত করার প্রয়াস। অনুবাদকের মতে " ---- পুস্তকখানি লে া হয়েছিল একজন ইংরেজ কর্তৃক শাসক ইংরেজ জাতির কার্যকলাপের সাফাই হিসাবে এবং মুসলিম আযাদী-যোদ্ধাদের কার্যসমূহ বক্রদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সে সবের তীব্র নিন্দা করার উদ্দেশ্য নিয়ে ----।" সে কারণেই তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা তিনি অনেক ক্ষেত্রে স্বযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তিনি খুঁজে বের করেছেন সে সমস্ত তথ্যাবলী যা-কিছু তিনি খুঁজতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের তিনি সে দৃষ্টিকোণে দেখেছিলেন, যে দৃষ্টিকোণে তিনি তাদের দেখতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ব থেকেই একটা সংকীর্ণ ফ্রেমে বাধা পড়েছিল।

২·০· *বিষয়বস্তু ঃ*

পুস্তকটিতে মোট চারটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত মোজাহেদীন ছাউনী, সিত্তানা ও মুল্কার মুজাহিদদের সাথে ইংরেজদের সংগ্রাম-সংঘাত এবং ইংরেজদের বারবার শোচনীয় পরাজয়ের পর শেষে ভেদনীতি ও কূটচালের আশ্রয় নিয়ে মুজাহিদ বাহিনীর ধ্বংস সাধন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে জিহাদী সংগঠনের বিবরণ; বর্ণিত হয়েছে কিভাবে ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশসমূহ থেকে অজস্র মানুষ ও টাকা পয়সা জিহাদী বসতিতে আমদানী হতো। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে "বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের জিহাদ করা জায়েয কিনা" এই তর্কিত প্রশ্নে আলেম সমাজ ও নব্যশিক্ষিত সমাজের সমালোচনা। আর চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের প্রতি যে অবিচারের খড়গ নেমে এসেছিল তার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ এবং শাসক মনোভাবমূলক প্রতিকারের উপায়। আমরা যদি বিষয়বস্তুর আরো একটু গভীরে প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাই-

প্রথম অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে, বৃটিশ ভারতের সুদূর প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত জিহাদী আন্দোলনের যে দাবানল জ্বলে উঠেছিল তা' মূলতঃ ধর্মভিত্তিক "রাজনীতির লাভা'য় উদ্গীরিত হয়েছিল। সে সময়ে এই বিদ্রোহে যাঁরা পরাক্রমশালী নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন,

তাঁদের মধ্যে সৈয়দ আহমদের নামটি এই বইটিতে বহুলভাবে আলোচিত। স্যার হান্টার সৈয়দ আহমদকে ভোল পাল্টানো ইসলাম প্রচারক, গোঁড়া, ভণ্ড, মুখোশধারী, উন্মত্ত দস্যু এবং লুণ্ঠনকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হান্টারের ভাষায় সমগ্র বিদ্রোহী মুসলমানরা ছিল মূলতঃ সৈয়দ আহমদের উল্লিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং উজ্জীবিত। পাশাপাশি হিন্দু, শিখ ও কিছু কিছু পাঞ্জাবীদেরকে হান্টার প্রভূভক্ত, শিষ্টাচারী ও মঙ্গলদৃষ্ট মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আবার এদেরই সমগোত্রীয় যারা ইংরেজ শাসনের অবিচারকে সম্যকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন তাদেরকে হান্টার নিমকহারাম, নরঘাতক বলে অপবাদ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্যতম আলোচিত ব্যক্তিত্ব হলো এদেশের সূর্য–সন্তান তিতুমীর। হান্টারের ভাষায় তিতুমীর ছিল এক পরাক্রমশালী ও দুর্দান্ত প্রকৃতির লাঠিয়াল এবং সৈয়দ আহমদের যোগ্য শীষ্য। অসংখ্য দুষ্কৃতি ও অপকর্মের এই নায়ককে তোপের মুখে কামান দাগিয়ে সদলবলে নিশ্চহ্ন করা হয়; তার দেহসহ বাঁশের কেল্লাকে করা হয় ছিন্নভিন্ন। এ অধ্যায়ের এক পর্যায়ে স্যার হান্টার সৈয়দ আহমদকে ধর্মপ্রাণ, সৎ, শান্তির বাণীপ্রচারক এক পরম পুরুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকারান্তরে একথাও প্রকাশ করেছেন যে, এত ভালো লোক হয়েও সৈয়দ আহমদের সবচেয়ে ক্ষমার অযোগ্য যে অপরাধটি ছিল সেটা হলো ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে পূর্বোল্লেখিত উক্ত প্রশ্নের (ভারতীয় মুসলমানদের মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয কিনা) সমালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ওহাবী সম্প্রদায়ের লোককে মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে গোঁড়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ তারা এদেশকে দারুল হরব বা শত্রুর দেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হানাফী সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যায় ভারতকে দারুল ইসলাম বা ইসলামের দেশ বলা হলেও এ ব্যাখ্যায় বিশেষ কোন অন্তর্নিহিত দূরভিসন্ধি কাজ করছে বলে হান্টার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে ভারতীয় মুসলমানদের ওপর ইংরেজ শাসনের অবিচারের কৃতকাহিনী। এখানে হান্টার তাঁর দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় মোটামুটি সফলভাবে অবিচারের স্বরূপকে বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। কাযী প্রথার বিলোপ, চাকুরীর ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রায় একচেটিয়া অধিকার নিশ্চত করা, মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন, সামাজিকভাবে মুসলমানদের পঙ্গু করে দেয়ার প্রয়াস ইত্যাদি ইংরেজ অবিচারের কাহিনী বিশ্লেষণ করলেও ইংরেজ শাসনের বিবেকহীন পক্ষপাতিত্ব ও নানাবিধ অত্যাচারের কাহিনীকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

২.১: *বিধৃত অধ্যায়গুলোর পারস্পরিক সামঞ্জস্যতাঃ*

লেখক তাঁর আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন মুজাহিদদের সাথে ইংরেজদের সংগ্রাম–সংঘাত দিয়ে। ক্রমাগত অগ্রসর হয়েছেন তাতে ইংরেজদের মধ্যে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া, জিহাদ

ও জিহাদী সংগঠনের প্রকৃতি ও পরিসরের বর্ণনার মধ্য দিয়ে এবং শেষ করেছেন মুসলমানদের ভূতপূর্ব ও সমকালীন সামগ্রিক অবস্থার বিশ্লেষণসহ ইংরেজ সরকারের কাছে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রেখে। প্রতিটি অধ্যায়ের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো উপেক্ষা করলে সামগ্রিক বিচারে পুস্তকটিতে বিধৃত অধ্যায়গুলো পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২·২· *আনুষঙ্গিক বিষয়াবলীর প্রয়োজনীয়তা ও বিধৃত পরিসরঃ*

আলোচ্য পুস্তটির প্রত্যেকটি অধ্যায়কে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বিষয়াবলীকে হান্টার এত বেশী জোর দিয়েছেন যে, চরম ধৈর্য্যশীল পাঠক ছাড়া অন্যান্যদের খেই হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। অধ্যায়গুলো পারস্পরিক সরল যোগসূত্রের মাধ্যমে সন্নিবেশ করা হয়নি। এ কারণে মূল বক্তব্য অনুসরণে তা' পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে।

২·৩· *আলোচ্য অধ্যায়/অংশসমূহের পরিধি সংক্রান্ত সমালোচনাঃ*

বইটি প্রকাশনার পূর্বে কিছু সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল অথবা লেখক নিজেই তথ্যের বিন্যাস সম্পর্কে সচেতন হতে পারতেন। উদাহরণতঃ প্রতিটি অধ্যায়কে তিনি একটি পারস্পরিক সরল যোগসূত্রের মাধ্যমে সন্নিবদ্ধ করতে পারতেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের ঘটনাগুলোকে একটি যোগসূত্রে আবদ্ধ করা উচিত ছিল। ঘটনাগুলোর বর্ণনা আরো একটু সংক্ষিপ্ত ও বিশ্লেষণধর্মী হতে পারতো। ঘটনা বিশ্লেষণের জন্য তিনি তৎকালীন বহুল আলোচিত বেশ কিছু কবিতা বা কবিতাংশ তুলে ধরেছেন। এই অংশটিকে তিনি পরিশিষ্টাকারে সংযোজন করতে পারতেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত তদানিন্তন আরবে ধর্মীয় অবস্থার যে ভাঙ্গাগড়া চলছিল সেটাকে তিনি আরো সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারতেন। পুস্তকটির প্রথম দিকেই জাতি হিসেবে ভারতীয় মুসলমানদের একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। তাতে বিভিন্ন অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত ঘটনাবলী ও বিশ্লেষণ সহজবোধ্য হতো। গ্রন্থটির সামগ্রিক বর্ণনায় বৃটিশ রাজত্বকালে তৎকালীন ভারতের মুসলমানদের অবস্থাকে চিত্রায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর পূর্বের বা পরের ভারতের ভৌগোলিক সীমারেখা যেমন এক নয়, তেমনি নানা বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন অংশের মুসলমানদের ইতিহাসও সকল ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া অবিভক্ত ভারতের একটি জাতির একটি খন্ডিত সময়ের ইতিহাসকে সময়ের ব্যাপক বিস্তৃতিতে খণ্ডিত ভারতের অভিন্ন ফ্রেমে আটকানো অসম্ভব। সে কারণে বইটির নামকরণ ভারতীয় মুসলমান না হয়ে 'বৃটিশ ভারতীয় মুসলমান' হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়।

২·৪· প্রদত্ত যুক্তি, তথ্যসমূহ ও ব্যাখ্যার স্বার্থকতাঃ

আগেই বলা হয়েছে লেখকের যুক্তিগুলো ছিল তথ্যনির্ভর। কিন্তু তথ্য বাছাই ও বিশ্লেষণ পক্ষপাতদুষ্ট। লেখক স্বপক্ষীয় দৃষ্টিভঙ্গীগত সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে উঠতে অনেকাংশে ব্যর্থ। চতুর্থ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ নিরঙ্কুশ স্বার্থকতার দাবী রাখে। কিন্তু সরকারকে প্রদত্ত তার কিছু কিছু সুপারিশ শাসক সুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে। উদাহরণতঃ "সরকারেরও কর্তব্য হবে বাঙ্গালী মুসলামানদের মধ্যে (বিরাজমান) অসন্তোষ ---- কঠোরহস্তে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ---" (পৃষ্ঠা–২১০)।

২·৫· অন্যান্য পুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য

পাকভারত উপ–মহাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলে, নাটক, প্রবন্ধ ও উপন্যাসে সমকালীন বৃটিশ–ভারতীয় মুসলমানদের আর্থ–সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের আলোকপাত খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য থাকলেও আঙ্গিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যই বেশী লক্ষ্যণীয় কারণ সুস্পষ্ট। কনৌজবাসী জনৈক মৌলবীর "তরগিব–উল–জিহাদ", অনুবাদক কর্তৃক বিরচিত "আযাদীর অমর শহীদঃ সৈয়দ আহমদ" এ ধরণের প্রকাশনায় সরাসরি আমরা এ জাতীয় ঘটনার বিশ্লেষণ ও বর্ণনা পাই। লেখক সৈয়দ আহমদের যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন "আযাদীর অমর শহীদঃ সৈয়দ আহমদ" গ্রন্থে তার সম্পূর্ণ বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্টের এক সৈয়দ আমহদকে আমাদের সামনে হাজির করে যেখানে তিনি সৎ, শান্তির বাণীপ্রচারক, দেশপ্রেমিক এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এক সাহসী যোদ্ধা হিসেবে উদ্ভাসিত (মাহে–নওঃ ১৯৫৭, মে সংখ্যা)। লেখকের তিতুমীর চরিত্র চিত্রণের তুলি মিথ্যার অপপ্রচার বলে প্রতিবাদিত হয় বাংলার ইতিহাসে। দীনবন্ধু মিত্রের আঁকা "নীল দর্পন"–এর করুণ ইতিহাস এখানে অনুপস্থিত। সতীদাহ প্রথা বিলোপের কৃতিত্ব ছিল রাজা রামমোহন রায়ের। কিন্তু লেখক অবলীলায় এই কৃতিত্ব ইংরেজ শাসকদের বলে মিথ্যা দাবী করেছেন। জাতিভেদ প্রথা উপেক্ষা করার ব্যাপারে লেখক ইংরেজদের যে কৃতিত্বের দাবী করেছেন সেটাও আদৌ সত্য নয়।

৩·০· উপসংহার

"ধনবানের কেড়ে নাও ধন, দরিদ্রের আঘাত হানো মুল্যবোধে" ---- একটি শক্তিশালী জাতিকে পদানত করার ক্ষেত্রে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং নিপূণ হাতিয়ার --- ভারতে বৃটিশ শাসনের এই মৌল নীতিকে লেখক সযত্নে লালন করেছেন কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে

শাসকসুলভ হটকারীতার আশ্রয় নিয়েছেন। লেখক প্রদত্ত পরামর্শ এদশেবাসীর প্রতি বৃটিশ শাসনের "অত্যাচারের খড়গকে" আরো শাণিত করেছিল এবং মুসলমানদের যেসমস্ত ব্যাপারে তিনি সরকারকে সংবেদনশীল হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন সেগুলো আদৌ গ্রহণ করা হয়নি (পৃষ্ঠা ২০৬–২১০)। বইটির নানা সীমাবদ্ধতা সত্বেও দীর্ঘ দেড় শতাব্দী ধরে সাধারণভাবে মুসলমানদের উপর, বিশেষভাবে বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর ইংরেজ সরকার যে সুপরিকল্পিত নিপীড়ন চালিয়েছিল তার আংশিক স্বীকৃতি রয়েছে এখানে। এদিক থেকে বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

৩.১· প্রদত্ত মতামত, পরামর্শ ও সমাধানের প্রয়োগযোগ্যতাঃ

একটি জাতির রাজনৈতিক ও আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের বিবর্তন ও গতিধারা বিশ্লেষণে ইতিহাসের মূল্য অপরিসীম। এদিক বিচারে এটি একটি অনন্য ঐতিহাসিক দলিল। তৎকালীন শাসন এবং সমাজ ব্যবস্থায় হান্টার প্রদত্ত পরামর্শ ও সমাধান ছিল অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও প্রয়োগযোগ্য কিন্তু এগুলোর অনেকটির সঠিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

৩.২· উন্মোচিত নতুন জ্ঞান–চেতনাঃ

প্রতিটি মানুষের মাঝে একাধিক স্বত্তা বিরাজ করে। স্ব–রূপে স্যার হান্টার ছিলেন একজন ইংরেজ ও শাসক শ্রেণীভুক্ত। অন্যদিকে লেখক ও বুদ্ধিজীবি হিসেবে বলীয়ান ছিল তাঁর আরো একটি স্বত্তা। তাই স্ব–রূপের সংকীর্ণতার বেড়াজাল ভেঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে তিনি স্ববিরোধী সত্যকে উন্মোচিত করেছেন। তাঁর হৃদয়ের অত্যন্ত গভীরে তিনি যে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করেছিলেন তা'হলো, " ---- আমার এ বিশ্বাস সুদৃঢ় যে সৈয়দ আহমদের জীবনে এমন এক সময় এসেছিল যখন তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর মুক্তির জন্যে সমস্ত অন্তর দিয়ে বেদনা অনুভব করতেন ---" (পৃষ্ঠা–৪৫)। এদেশবাসীর জন্য এ অন্তরজ্বালা হান্টারের বুদ্ধিজীবি মনেও যে অনুরণিত হয়েছিল তারও প্রমাণ মেলে বন্ধু হড়সনকে লিখিত তাঁরই উৎসর্গপত্রে।

কাজী হাসান ইমাম

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রকাশনা তালিকা

	প্রকাশনার নাম	প্রতি কপির মূল্য
১।	প্রশাসন সমীক্ষা (ষন্মাসিক বাংলা জার্ণাল)	টাঃ ২০/-
২।	Bangladesh Journal of Public Administration	টাঃ ২০/-
৩।	লোক প্রশাসন সাময়িকী	টাঃ ১৫/-
৪।	Post Entry Training in Bangladesh Civil Service	টাঃ ৪০/-
৫।	Career Planning in Bangladesh	টাঃ ১২০/-
৬।	Sustainability of Higher Agricultural Education in Bangladesh: A Case Study of Bangladesh Agricultural University	টাঃ ৪০/-
৭।	Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Gonoshasthaya Kendra	টাঃ ৪০/-
৮।	Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of RD-1 Project in Bangladesh	টাঃ ৪০/-
৯।	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা (ঘটনা সমীক্ষা প্রতিবেদন)	টাঃ ১২০/-
১০।	Sustainability of Primary Education Projects: A Case Study of Universal Primary Education Project in Bangladesh	টাঃ ৪০/-
১১।	Co-ordination in Public Administration in Bangladesh	টাঃ ১০০/-
১২।	(ক) Decentralization & People's Participation in Bangladesh	টাঃ ১৫০/-
	(খ) Decentralization & People's Participation in Bangladesh	টাঃ ১২৫/-
১৩।	প্রবীণ প্রশাসকের অভিজ্ঞতা	টাঃ ৭০/-
১৪।	Social And Administrative Research in Bangladesh	টাঃ ১৬/-
১৫।	Problems of Municipal Administration	টাঃ ২৮/-
১৬।	Bangladesh Public Administration and Senior Civil Servants	টাঃ ৫০/-
১৭।	প্রশাসনের মূলনীতি	টাঃ ১৮/-
১৮।	অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ	টাঃ ৬·৫০
১৯।	গণকল্যাণ রাষ্ট্র ও জনশাসন	টাঃ ৬·৫০
২০।	প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি	টাঃ ৬·৫০
২১।	Famine Manual	টাঃ ৭/-
২২।	The Deputy Commissioner in East Pakistan	টাঃ ১৬/-
২৩।	Social Change and Development Administration in South Asia	টাঃ ৪৫/-
২৪।	Hospital Administration	টাঃ ১৮/-
২৫।	District Administration in Bangladesh	টাঃ ২২/-

অধিক তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেওয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা–এই ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সদ্য সমাপ্ত গবেষণা কর্মের তালিকা

1. A Study of Regional Public Administration Training Centres (RPATC) Project, (1988-89).
২. দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী মূল্যায়ন (১৯৮৮–৮৯)
৩. দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন (১৯৮৮–৮৯)
4. On the Job Training Needs Assessment of Class II Level Officers, (1988-89).
৫. বেঞ্চ ক্লার্কদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন (১৯৮৮–৮৯)
6. Performance Appraisal System for Class III Employees in Bangladesh (1998-89)
7. Evaluation System of Training Programmes for Class III and Class IV Employees : A Study, (1988-89).
৮. তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের আর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন (১৯৮৮–৮৯)
9. Assessment of Training Needs of Class III Employees, (1988-89).
১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন (১৯৮৮–৮৯)
11. Training Needs Identification for Training of Trainers-TOT, (1988-89).
১২. বাংলাদেশ সরকারের নিয়োগ নীতি (১৯৮৯–৯০)
১৩. প্রশাসনে মানবিক সম্পর্ক (১৯৮৯–৯০)

লোক প্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষে প্রকাশনা কর্মকর্তা মোঃ ইমামুল হক কর্তৃক সাভার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ভূঁইয়া গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ১৯২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।